বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

সম্পাদকীয়

জনবন্ধু শেখ হাসিনার কাছে প্রত্যাশা

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন | ২০:৩৪:০০ মিনিট, জানুয়ারি ১৬, ২০১৯

রাজনীতি সুশাসন ও গণতন্ত্র

১. ২০২৪ সালের (জানুয়ারি) নির্বাচনের প্রস্তুতি সূচনা হয়ে গেছে। ২. প্রতিটি নিবন্ধিত দলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ নারী পদধারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩. দ্বাদশতম নির্বাচনে প্রতিটি দলের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ আসনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন চাই। ৪. একাদশ সংসদেই ডেপুটি স্পিকার ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে নির্বাচনের বিবেচনা। ৫. সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি। ৬. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শাসনকাজে ভারসাম্য আনা। সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং সব সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দিতে পারার ক্ষমতা। ৭. সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ কেবল সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ও অর্থবিল তথা জাতীয় বাজেট পাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রাখা। ৮. সংসদ সদস্যদের জন্য অর্থনীতি ও পরিকল্পনাবিদ, প্রযুক্তি ও সংসদীয় রীতিনীতিবিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ। ৯. রাজনৈতিক দলের সভাপতি ছাড়া বাকি সব পদে সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ১০. অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক শিথিল করা। ১১. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সুপারিশ বিবেচনা করা। ১২. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৈধ প্রার্থীদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনী খরচের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দ্বার উন্মোচন করা। ১৩. জাতীয় সংসদে নতুন সদস্যদের শপথের দিন থেকে এক বছরের মধ্যে নির্বাচনসংক্রান্ত সব আপত্তি ও মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য আরপিও সংশোধন ও হাইকোর্ট বিভাগ পর্যায়ের ট্রাইবুন্যাল গঠন। ১৪. দুর্নীতি দমনে দৃশ্যমান অগ্রগতি তথা স্বচ্ছতা ও নৈতিক শক্তির জয়গান আনা।

পরিকল্পিত উন্নয়ন ও অর্থনীতি

১. বাজার ব্যবস্থায় থেকে ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে একটি নিয়ামক কাঠামো সৃষ্টি করা। ২. মন্ত্রী পদমর্যাদার একজন ডেপুটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অর্থনীতিব্যাপী সমন্বিত এবং সব খাত একে অন্যের পরিপূরক— এ কথা মাথায় রেখে বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনার হলিস্টিক পরিবর্তন করা। ৩. প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্ল্যানিং সেলের ক্ষমতায়ন করা। ৪. কঠিন আর্থিক শৃঙ্খলা মান্যকারী পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। ৫. প্রকল্পের সময় নির্ঘণ্টক প্রকৃত অগ্রগতির সঙ্গে অর্থ ব্যয়ের মনিটরিং। অহেতুকভাবে দীর্ঘায়িত ছোটখাটো প্রকল্প এক বছরের সম্প্রসারণ দিয়ে সমাপ্ত করা। প্রকল্প সংখ্যা ৪০০-৫০০তে নামিয়ে এনে বাকি সম্পূরক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা। ৬. রেল ও জলপথকে ব্যাপক উন্নয়নমূলক অবকাঠামোসহ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করে তোলা। ৭. বাহাদুরাবাদ ঘাট-ফুলছড়ি ঘাট রেল সেতু নির্মাণ, ক্রমান্বয়ে রেলকে ব্রড গেজকরণ ও ডাবল লাইনে রূপান্তর করে নিরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ ট্রেন চালিত করা। রেলপথকে টঙ্গী পর্যন্ত থামিয়ে দিয়ে ঘন ঘন চলা কমিউটার ট্রেন চালু করা। ৮. মেট্রোরেল ও উড়াল সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি পাতাল ও আকাশরেল সম্পর্কে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। ৯. শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানে আয়-রোজগার বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য হ্রাস এবং বৈষম্য বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরা। ১০. উৎপাদন ও রফতানিতে বহুমুখিতা আনয়নে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প, ওষুধ শিল্প, মৎস্য রফতানিতে হিমায়িত কাঁচা মাছের বিপরীতে কৌটাভর্তি রান্না করা মাছ রফতানি, হালকা কারিগরি ও প্লাস্টিক শিল্প, সিরামিকস, খেলাধুলার সরঞ্জাম, মোটরসাইকেল, ফলের প্রক্রিয়াকরণ, শাকসবজি ও ফুলের আকর্ষণীয় প্যাকেজকরণে অগ্রাধিকারভিত্তিক মনোযোগ দেয়া। ১১. প্রসার, গভীরায়ণ ও উদ্ভাবনী শক্তিতে পাটজাত দ্রব্য দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হতে পারে। দেশে পলিথিন নিষেধাজ্ঞা কঠোর হাতে বাস্তবায়ন করতে হবে। পাটের সুতা প্রধান, তবে মিশ্রণ তন্তুকে আকর্ষণীয় করে বস্ত্র বয়ন ও

মোটরযানের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় ব্যবহারযোগ্য মানে নিয়ে যাওয়া। ১২. উচ্চমজুরির কারণে চীন তৈরি পোশাক খাতে বিশ্ববাজার দখল করা অংশ ক্রমেই ছেড়ে দিচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান আর তেমন প্রতিযোগিতায় নেই। সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী ভিয়েতনামও এতে আগ্রহ হারাচ্ছে। শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া ও আফ্রিকা এখনো ছোট তরফ। সে সুযোগে গত চার দশকে সৃষ্ট বিশ্বমানের উদ্যোক্তারা অকৃপণ হাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধিতে সমন্বয় সাধন করে বাজার বৈচিত্র্য এবং ২০২৩ সাল নাগাদ ৬ হাজার কোটি ডলারের রফতানি করতে পারেন, উচ্চতর মান ও দামের তৈরি পোশাক এবং নতুন নতুন বাজারের সন্ধানও জরুরি। ১৩. ১০০টি বিশেষ শিল্পাঞ্চলের ১০টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তৈরি পোশাকে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় খরচে যে বিপুল প্রণোদনা রয়েছে, তার সমতুল্য প্যাকেজে পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ বস্ত্র আমদানিকারক বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের প্রসার এখন সময়ের দাবি। কাঁচা তুলা আমদানি সহজ বটে। অগ্রপশ্চাৎ সংযোগ মাধ্যমে বর্তমানে একটির স্থলে তিনটি রুলস অব অরিজিন পালিত হয়ে অগ্রগামী বাংলাদেশকে সুবিধাজনক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ১৪. আলোকিত কৃষিবিজ্ঞানী সাত্তার মণ্ডল ফল উৎপাদনে বাংলাদেশে নীরব বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রক্রিয়াকরণে অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে আত্মকর্মসহ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা জরুরি। বছরে ১০ লাখ টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও মজাদার ফল। কাঁঠালের স্বাদ ও পুষ্টি বছরব্যাপী মিলবে এবং কর্মসংস্থান হবে। এমনকি রফতানিও হতে পারে। তেমনিভাবে আম, কলা, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রফতানি ও কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বেশি সুযোগ আছে আনারসের জেলি ও জ্যামে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের আগে চেষ্টা করা যায়। ১৫. শেখ হাসিনা সরকারের উৎসাহে লালমনিরহাটও অন্যান্য প্রতিবেশী এলাকার কম উর্বর জমিতে ভুট্টা চাষের শুরু ১৯৯৭ সালে। এখন ফলন ১৭ লাখ টন। হাঁস, মুরগি সুরক্ষা ও গো-খাদ্যের বাইরে ভুট্টা অন্য দেশগুলোর মতো প্রক্রিয়াজাত করা হলে বিশ্বসেরা কর্ন ভোজ্যতেল প্রস্তুত কর্মসংস্থান তথা সমৃদ্ধি বাড়াবে। ১৬. উন্নত মানের প্যাকেট করা ফালি পনির ও দুধের গুঁড়ো তৈরিতে বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর সম্ভাবনা আছে। আমদানি শুল্ক ও আগাম প্রস্তুতি দরকার। ১৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্যাশুনাট উৎপন্ন হয়। চার বছরের মাথায় গাছ ফলবতী হয়। বড় মাপ ও পরিধিতে ক্যাশু ফলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে শুকানো ও ভাজা হলে কর্মসংস্থান এবং ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। ১৮. বছরে আট লাখ টন আলু উৎপাদন হয় বাংলাদেশে, আপাতদৃষ্টিতে উন্নত মানের। অথচ পটেটো চিপস, ফেঞ্চ ফ্রাই ও কর্নফ্লেক্সের কোনোটাই এখানে তৈরি হয় না। যত দিন গড়াবে ততই মা-বাবা উভয়ে কর্মজীবী হবে। বাড়বে তৈরি খাবারের চাহিদা। আলুভিত্তিক খাবারে উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করতেই হবে, কারণ একদিকে আলু কিষান-কিষানির আয়-রোজগার বাড়াবে, অন্যদিকে তেমনি হবে বাড়তি কর্মসংস্থান। প্রয়োজন হলে ফ্লেক্স, ফ্রাই ও চিপস তৈরির উপযোগী আলুবীজ আমদানি করতে হবে। ১৯. গভীর সমুদ্রে ভারত ও মিয়ানমার বছরে ৮০ লাখ টন মাছ ধরে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে ব্লু ইকোনমির একটি সুবিধা মিলবে।

পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা

১. বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সসীম নয় অসীম। প্রাথমিকভাবে ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণ পর্যায়ে কক্সবাজার, সৈয়দপুর ও বরিশালে আঞ্চলিক মানসম্পন্ন বিমানবন্দর নির্মাণ করা যায়। সিলেটে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পূর্ণরূপ দেয়ার এখনই সময়। টাঙ্গাইলের শক্ত ভিত মাটি, যা দেশের কেন্দ্রে অবস্থিত। সীমান্ত থেকে দূরে, যেখানে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এলাকায় সেনা ক্যান্টনমেন্ট হয়নি, সেখানে বিশাল মাপে ও মানের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করার কাজ চিন্তা করা যেতে পারে। কক্সবাজারের ৮০ মাইল দীর্ঘ সোনালি বিচে ধনাঢ্য পরিব্রাজকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম শতাধিক কটেজ এবং তিন-চারটি গলফ কোর্স নির্মাণে ব্যক্তি খাতকে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে সিলেটের বড় চা বাগানগুলোয় গলফ কোর্স নির্মাণ করলে ওই অঞ্চলে গড়ে ওঠা চমৎকার সব রিসোর্টের আরো বেশি লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আগামী দশকটি হবে উত্তর বাংলার চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির। বগুড়ার টিএমএসএস দুটির আদলে আরো পর্যটন আকর্ষণ করা টাওয়ার নির্মাণ করে সৈয়দপুরে নেমে প্রাচীন দীঘি, সাগর, মসজিদ, মন্দির ও স্থাপত্যের দর্শন আনন্দে ভ্রমণবিলাসীদের পাওয়া যাবে। অবশ্যই শান্তি ও আইনের শাসন হতে হবে নিশ্ছিদ্র।

২. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের দৈন্য কাটিয়ে প্রায় অর্ধশত বিদেশী এয়ারলাইনসের মতো কাঁড়ি কাঁড়ি মুনাফা করার পর্যায়ে যেতে হবে। অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বেসামরিক পরিবহনে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করার চিন্তা করা যেতে পারে। ৩৩ বছরের পুরনো রাডারটি আশা করি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন, পণ্য খালাস, যানবাহন ও সামগ্রিক নিরাপত্তা, এয়ার সার্ভিসে আনা শিল্প উপাদানের উৎপাতবিহীন দ্রুত ছাড়করণ এবং 'টিকিট নেই' অবস্থায় প্লেনে উঠে অর্ধেক সিট খালি ধরনের গ্লানি থেকে উদ্ধার পেতে হবে। উন্নত মানের ব্যবস্থাপনা চালু করার জন্য কৃত সংকলন পদক্ষেপ জরুরি।

৩. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা আলোচিত হচ্ছে। তবে যমুনা নদীবক্ষ মাঝে এক কিলোমিটার বিস্তারে রিভার ডিভাইডারের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য ভূমি সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ শিল্পায়ন তথা কর্মসংস্থানে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। দুই পাশে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি ও নদী শাসনে বাঁধ দেয়া যেতে পারে।

৪. অর্থ, ব্যাংকিং ও বীমা খাতে সমস্যা আছে, তবে সংকট নেই। সদিচ্ছা থাকলে পুনঃতফসিলের বিধি যথা দুবারের বেশি পুনঃতফসিল নয়, পুনঃতফসিলে স্বীকৃত পরিশোধের ১০ শতাংশ নগদে পরিশোধ করা হলে তবেই পুনঃতফসিল, শর্ত ভাঙলেই পুনঃতফসিল বাতিল এবং

খুবই বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তৃতীয়বার পুনঃতফসিল হবে না— এসব বিধান প্রয়োগ করা জরুরি। সুদ মওকুফে নৈতিক সংকট আছে এবং রয়েছে এক ধরনের হঠকারিতা। মূল ঋণের অংশবিশেষ মওকুফের তো প্রশ্নই আসে না। যার ঋণ মন্দ বা খেলাপি হয়ে যায়, তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান ওই ঋণগ্রস্ত প্রকল্পটির একটি নিজস্ব মূল্যায়ন করতে পারেন এবং তার সবচেয়ে সম্পূর্ণ অকলুষিত সম্পদে এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি মাধ্যমে যেন ঋণটি বর্ণিত বিধি অনুসারে পুনঃতফসিল করান, সে বিধান করা যায়। এছাড়া অন্যান্য সহজতর ফর্মুলায় ঋণ খেলাপ পরিস্থিতি সম্পূর্ণে আয়ত্তে এনে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করা 'ভালো' ঋণগ্রহীতাদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে কারো তেমন ক্ষতি করতে হবে না।

৫. ২০০০ সাল থেকে আলোচিত অ্যাকুইজেশন ও মার্জার আইন পাস করা জরুরি।

৬. জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর চালুর বিষয়ে সুপারিশ বিবেচনা করা যায়।

৭. অজনপ্রিয়তায় সর্বজনীন ব্যাংক আমানতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

অবকাঠামো নির্মাণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১. গত এক দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি চোখ ধাঁধানো এবং তা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণে সরকারপ্রধান জনবন্ধু শেখ হাসিনার অকুতোভয়, টেকসই, উদ্ভাবনী ও সামনে থেকে অসাধারণ নেতৃত্বের সৌভাগ্য বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

২. দরকার সঞ্চয় ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিল। বণ্টন কনসাল্টিং গ্রুপের প্রক্ষেপণে যে সোয়া কোটি লোকের মাথাপিছু আয় ৪ হাজার মার্কিন ডলার, অন্তত তাদের কাছ থেকে আয়কর আদায় করা জরুরি। সমীক্ষা করে দেখা গেছে, করহার বনাম কর রাজস্ব স্থিতিস্থাপকতা এমন যে বর্তমানে আয়কর ও করপোরেট করের স্তরগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে করের হার কমালে কর রাজস্ব অনেক বেড়ে যেতে পারে। প্রয়োজন একটি করদাতাবান্ধব, আধুনিক, নিশ্ছিদ্র বাস্তবায়নযোগ্য, সহজ কর ব্যবস্থা। এজন্য করজালের বিস্তার এবং মূসক আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও বোঝানো, সমঝানো প্রয়োজন। ২০২৩ সাল নাগাদ কর জিডিপি অনুপাত অন্তত ২০ শতাংশ এবং বিনিয়োগ জিডিপি বর্তমানের ৩১ শতাংশের বিপরীতে ৩৮-৩৯ শতাংশে না নিলে দুই অংকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন না-ও হতে পারে।

৩. সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ না কমিয়ে আগে এর ব্যাপক অপব্যবহার, দুর্নীতি ও কারচুপি রোধ করা জরুরি।

৪. শতকরা ২ শতাংশ ইকুইটি ছাড়া কোম্পানির পরিচালক নির্বাচিত হওয়া যাবে না, বিধানটি রহিত করা যেতে পারে।

সময় ও সুযোগ এখন বাংলাদেশের

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিনন্দনভাবেই ঘটেছে সামাজিক অগ্রগতি। ৭২-এর ৪৩ বছর গড় আয়ু এখন ৭২ বছর। হাজার জন্মে শিশুমৃত্যু ২০০ থেকে ২৯-তে নেমেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে মেয়ে শিশুর ভর্তি অনুপাত ৫০ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় ৪৩ শতাংশ হলেও অগ্রগামী। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলে দিচ্ছে, লিঙ্গসমতায় বাংলাদেশের সূচক ৪৮ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বশীর্ষে। বাংলাদেশের আয়তন পৃথিবীতে ৮৪তম আর জনসংখ্যা অষ্টম বৃহত্তম। দশক ঘুরতেই কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে পৃথিবীতে ২৪তম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের ১৩৪ অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে উপকারভোগীর সংখ্যা এবং ভাতার পরিমাপে প্রতি বছর ২০ শতাংশ হারে বাড়িয়ে ২০১৮-২৩ সালে আড়াই গুণ করা যেতে পারে।

২. গৃহস্থালি কাজকে জিডিপিতে আনা জরুরি।

৩. বিশেষ করে আইনের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা, ভূমি ও জলাধার দখলধারীদের আইনের আওতায় আনা এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জরুরি যানবাহন নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলকভাবে 'বাম লেনের গাড়ি বায়ে যাবে' নীতি চালু করা, ট্রাফিক বাতির

মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এক হাতে আনা, স্কুল ভর্তি নিজ মহল্লায় ও স্কুলবাসে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করা উচিত। সেবাগুলোর বিল ইন্টারনেট বা ব্যাংকে পরিশোধ হবে। ঢাকায় সব প্রবেশপথে টোল মেশিনে ফি আদায় হবে। অফিস-আদালতে ফ্লেক্সি টাইম চালু করা যেতে পারে। আনিসুল হক-সাঈদ খোকন ফর্মুলা বাস্তবায়নে ৬০০ বৃহদাকার বাস পুরনো সব লক্কড়-ঝক্কড় পাবলিক যানকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। একই সঙ্গে ১৫ বছরের পুরনো সব গণপরিবহনের ওপর রোড ট্যাক্সের হার দ্বিগুণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে এখন অগ্রাধিকার শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান

১. বাংলাদেশে এখনই বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত সময়। জনবন্ধু শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী গ্রামকে শহরের অনুরূপ করতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়া ও কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায়ে খাদ্য মজুদ, সৌরবিদ্যুৎ ও অতিশয় সহজ শর্তে ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করা যায়।

২. ঢাকা থেকে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর, খেলার মাঠ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের চিন্তা করা যায়।

৩. ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগের দিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি, যিনি এখন চতুর্থ মেয়াদে প্রজাতন্ত্রের সরকারের প্রধানমন্ত্রী, দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে বৈষম্য দূর করা হবে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাধীনে দ্রুতগতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আয়, সম্পদ ও সুযোগে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা ও তার কন্যা, যিনি নিজগুণেই অসাধারণ নেতা, কল্যাণরাষ্ট্রে একটি সমতাপ্রবণ সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে যে স্বপ্ন-সাধনা করেছেন ২০১৯-২৩ সময়ে, তা যেন সম্ভব হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালের 'গ্রোথ উইথ ইকুইটি' সে পথ প্রদর্শন করে গেছে বটে।

৪. বাংলাদেশের সামনে এখন জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। কাজেই কাজ করতে হবে অবিরাম।

৫. সফল নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে অপরিহার্য, তেমনি এর অগ্রযাত্রাও অবধারিত। তবে বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি খাত একটি অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। দেশের বিনিয়োগের সিংহভাগই (সাধারণভাবে ৭৫-৮০ শতাংশ) ব্যক্তি খাতে, তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পোৎপাদনের থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নজর বেশি। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হালে কেন স্থবির, তার দায়ভার সমভাবে সরকার ও বেসরকারি খাতে ন্যস্ত। দেশের ৭৫-৮০ শতাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায়। একাদশতম সংসদের ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে এখন ব্যক্তি খাতের শিরোমণিরা।

৬. চলমান বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাধীনে নীতি-কৌশলে গতি এনে সরকারের ওপেন পিট কয়লা আহরণে আরো সমৃদ্ধ হবে অবকাঠামো সুবিধার উৎপাদনশীল খাত। 'ইটলস' বিজয়-পরবর্তীতে গ্যাস অনুসন্ধানে ১২ নং কূপে ৫ নং কাঠামোয় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান তথা দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য হ্রাস করে ব্যক্তি খাত এখন অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে। এটি বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের একটি অগ্নিপরীক্ষাও বটে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী

বণিক বার্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি ও বিষয়বস্তু অন্য কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-মেইল: news@bonikbarta.com | বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯